দৈনিক
ইত্তেফাক

তাং: 18 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বিভ্রান্ত অভিভাবক-শিক্ষার্থী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

'স্কুল-কলেজে টিউশন ফি ৩০ শতাংশের বেশি বাড়ানো যাবে না' শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এমন নির্দেশনাসহ জারি করা পরিপত্র অস্পষ্ট বলে দাবি করেছেন অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা। যা তাদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলেছে। তারা বলছেন, এই নির্দেশনার মাধ্যমে যেসব প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে ৫ শতাংশ টিউশন ফি বৃদ্ধি করেছে তারা ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি করবে। আর চলতি বছর যে সব প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন হারে টিউশন ফি বৃদ্ধি করেছে, আগামী বছর সর্বোচ্চ টিউশন ফি বৃদ্ধির সুযোগ নেবে। এই প্রজ্ঞাপনের সুযোগ নিয়ে প্রতিবছরই বেতন বৃদ্ধির সুযোগ নেবে স্কুল কলেজ কর্তৃপক্ষ।

অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের বক্তব্য, বেশিরভাগ স্কুল ও কলেজের টিউশন ফি নিজেদের খেয়াল খুশি মতো নির্ধারণ করে ম্যানেজিং কমিটি এবং গভর্নিং বডি। যাতে মন্ত্রণালয়ের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। অথচ এই টিউশন ফি 'প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বৃদ্ধি' করলো মন্ত্রণালয়। অভিভাবকরা বলছেন, এলাকা ভিত্তিতে স্কুল কলেজের টিউশন ফি মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করে দিতে পারে। টিউশন ফি নির্ধারণ না করে টিউশন ফি বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্ত অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধেই মন্ত্রণালয়ের অবস্থান বলেই প্রমাণ করে।

বছরের ৭ মাস পেরিয়ে যাবার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই প্রজ্ঞাপনের তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরা। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান নিশ্চিত না করে টিউশন ফি বৃদ্ধির সরকারি এই ঘোষণায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন তারা। রফিকুল ইসলাম নামে এক অভিভাবক বলেন, এই প্রজ্ঞাপনে শিক্ষক ও গভর্নিং বডির সুবিধার অংশগুলোই শুধু বাস্তবায়ন হবে আর মন্ত্রণালয় নীরব ভূমিকা পালন করবে।

তারা বলছেন, ভিকারুন নিসা নূন, সিটি কলেজ, আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ এক লাখ টাকার বেশি বেতন ভাতা পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গ্রহণ করছেন, কোথাও কোথাও দুই লাখ টাকারও বেশি। এছাড়া অনেক শিক্ষকের বেতনও সরকারি স্কুলের বেতনের দ্বিগুণ, কোথাও তিনগুণ। অথচ মন্ত্রণালয় বলছে, সমস্কেলের সরকারি স্কুলের কর্মরত শিক্ষকের চেয়ে বেতন যেন বেশি না হয়। অভিভাবকদের প্রশ্ন, যেসব শিক্ষক বেতন বেশি নিচ্ছে তারা কী এই নির্দেশনা মানবেন, তারা কি বাড়তি টাকা ফেরত দেবেন।

আমিনুল ইসলাম নামে এক অভিভাবক বলেন, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে এবছর কলেজ শাখায় ১৪০০ টাকা থেকে বেতন বৃদ্ধি করে ১৮০০ টাকা নির্ধারণ করেছে। মন্ত্রণালয়ের এই প্রজ্ঞাপনের সুযোগ নিয়ে আগামী বছর তারা ৩০ শতাংশ টিউশন ফি বৃদ্ধি করবে। কিন্তু অধ্যক্ষ যে এক লাখ টাকার বেশি বেতন ভাতা নেন তাও অব্যাহত রাখবেন। তিনি বলেন, মন্ত্রণালয়ের এই প্রজ্ঞাপনে অভিভাবকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আয়শা রহমান নামে একজন বলেন, ভিকারুন নিসা নূন স্কুল এবার শিক্ষার্থীদের বেতন বৃদ্ধি করেছে। সরকারের প্রজ্ঞাপন দেখিয়ে আগামী বছরও বেতন বৃদ্ধির সুযোগ নেবে। তিনি প্রজ্ঞাপনটির স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করেন।

মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা জনবল কাঠামো অনুসারে নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া কোনো শ্রেণি শাখা বৃদ্ধি করা যাবে না। শ্রেণি শাখার অনুমোদন না থাকলে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ বৈধ হবে না। অনুমোদন ছাড়া নিয়োগকৃত শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার জন্য শিক্ষার্থীদের নিকট কোনো বেতন বা ফি আদায় করা যাবে না।' প্রজ্ঞাপনের এই অংশ উল্লেখ করে কাওসার রহমান নামে এক অভিভাবকের বক্তব্য, দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অননুমোদিত শাখা ও সেকশন রয়েছে। এসব শাখা ও সেকশনে পড়ানোর জন্য বাড়তি শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে। যাদের বেতন ভাতা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় ও বোর্ড নীরব ভূমিকা পালন করছে।

অন্যদিকে এই প্রজ্ঞাপনে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে শিক্ষকরাও। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো: আবুল বাশার হাওলাদার বলেন, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর করে শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো তৈরি করা এখন সময়ের দাবি। বেসরকারি শিক্ষকরা সর্বদা বেতন বৈষম্য দূরীকরণের দাবি করে আসছেন। এখানে বেশি পাওয়ার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু এই পরিপত্র শিক্ষা ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন তিনি।